

আপনাদের এলাকায় (বরিশালে) আমাদের ভাইকে হত্যা করার সংবাদ আমাদেরকে গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করেছে। এরকম নির্মম দুঃখের সংবাদ যখন আমরা শুনি তখন আমাদের মনে দুই ধরনের প্রশ্ন আসে:

প্রশ্ন নম্বর ১: “কেনো, প্রভু?”

উত্তর: প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের ঈমান নির্মাণ এবং পরিপক্ব করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নিয়ে আল্লাহর মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বেহেস্তে আমাদের যাত্রায় "ঈমানের ঝড়" আমাদের সকলের উপর আসে।

সত্য: প্রতিটি জীবন-ঝড় আমাদের "ছোট-জীবন-জাহাজ" হতাশার মধ্যে ডুবে যাওয়ার হুমকি দেয়। জীবন-ঝড় আমাদের উপর আঘাত করার **আগে** ভয় সর্বশক্তিমান সার্বভৌম আল্লাহর সর্বশক্তিমান ইচ্ছা এবং সর্বজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

এই সত্য আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে সাহায্য করে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর **সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফিল্টার করা হয়**। অসংলগ্ন সত্য: আল্লাহ ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন, তাঁর সর্বশক্তিমানতা এবং সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে, **তাঁর মহিমা এবং আমাদের, তাঁর আখেরি পরিবারের রহমতের জন্য তাঁর আখেরি রহমতের উদ্দেশ্য**।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং একমত হতে হবে যে আমরা আল্লাহর মহাবিশ্বে বাস করি এবং তিনি সৃষ্টির **প্রতিটি অণুর** সম্পূর্ণ আদেশে রয়েছেন। যখন আমরা আল্লাহর সাথে একমত হই, তখন আমরা এই মূল্যবান-মানব-বোধের বাইরের সত্যটি সঠিকভাবে বুঝতে পারি: **প্রতিটি ঝড় আমাদের রহমতের জন্য আল্লাহর দ্বারা পরিকল্পিত/অনুমতি দেওয়া হয়েছে! ঝড় হচ্ছে আখেরি রহমত যা কষ্ট ও বেদনার ছদ্মবেশে আসে।**

- রোমীয় ৮:২৮ আমরা জানি যারা **আল্লাহকে মহব্বত করে**, অর্থাৎ আল্লাহ নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন তাদের **ভালোর জন্য** সব কিছুই **একসঙ্গে** কাজ করে যাচ্ছে।
- রোমীয় ৮:৩৫-৩৯ কাজেই এমন কি আছে যা মসীহের মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবে? যন্ত্রণা? মনের কষ্ট? জুলুম? খিদে? কাপড়-চোপড়ের অভাব? বিপদ? মৃত্যু? পাক-কিতাবে লেখা আছে, তোমার জন্য সব সময় আমাদের কাউকে না কাউকে হত্যা করা হচ্ছে; জবাই করার ভেড়ার মতই লোকে আমাদের মনে করে। **কিন্তু যিনি তোমাদের মহব্বত করেন তাঁর মধ্য দিয়ে এই সবার মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করছি। আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন, ফেরেশতা বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু কিংবা অন্য কোন রকম শক্তি, অথবা আসমানের উপরের বা দুনিয়ার নীচের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই আল্লাহর মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহর এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।**

একবার আমরা আমাদের হৃদয়ে উপরোক্ত সত্যগুলি **ঈমানের দ্বারা** স্থির হয়ে গেলে, আমরা নিশ্চিত-আস্থা পাব, প্রভু **জীবনের সমস্ত বাতাস এবং তরঙ্গের নিয়ন্ত্রণে** আছেন যা আমাদের ডুবিয়ে দিতে চলেছে। আমরা "ঈমানের চোখ" দিয়ে দেখতে সক্ষম হব আখেরি সত্য যে আমাদেরকে মসিহ-সদৃশ পরিণত করার জন্য ঝড় দেওয়া হয়েছে। এই রূহানি বৃদ্ধি আমাদেরকে **এই অন্ধকার মন্দ জগতে আলোকিত হতে এবং আমাদের নিজেদের শাস্বত আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম করে তোলে।**

- মথি ৫:১৩-১৪ “তোমরা দুনিয়ার লবণ, কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে কেমন করে তা আবার নোনতা করা যাবে? সেই লবণ আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পায়ে মাড়ানোর উপযুক্ত হয়। **“তোমরা দুনিয়ার আলো।** পাহাড়ের উপরের শহর লুকানো থাকতে পারে না।

এই সত্য, দৃঢ়ভাবে রোপণ করা এবং বেঁচে থাকা, আমাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম ধাঁধার আমাদের নিজস্ব অংশে ব্যাপৃত হতে সাহায্য করে **ঈসা মসিহের আলো** সেই জগতের কাছে যা তাকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর সন্তানদের ঘৃণা করে। আমরা, আল্লাহর সন্তানরা, এই মসিহ-প্রত্যাখ্যানকারী জগতের **আলো**, আমরা অন্যদেরকে ঈসার দিকে নির্দেশ করি।

আরেকটি মূল্যবান সত্য যা আস্থা-শান্তি নিয়ে আসে হাইলাইট করা ঈমানের অনুশীলনে আসে: সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর মহাবিশ্বের প্রতিটি অণুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেই নয়, তবে এটি চালানোর জন্য তাঁর আমাদের "সহায়তার" প্রয়োজন নেই।

"সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সাহায্য করার" নিরর্থক মানবিক প্রচেষ্টায় উদ্ভিন্ন হয়ে আমরা কিছুই লাভ করি না, যা আমাদের কাছে, তাঁর সন্তানদের কাছে আসা সমস্ত বেদনা, দুঃখকষ্ট এবং অশ্রুতে তাঁর নিখুঁত উপসংহার নিয়ে আসে।

আমরা মসিহ-অনুসারী হওয়ার মূল্য সম্পর্কে ঈসার স্পষ্ট ঘোষণা বুঝতে পেরেছি:

- ইউহোনা ১৫:২০ [ঈসা বলেন] আমার এই কথাটা তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, গোলাম তার মালিকের চেয়ে বড় নয়। সেইজন্য লোকেরা **যদি আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে থাকে তবে তোমাদেরও তা-ই করবে;** যদি তারা আমার কথা শুনে থাকে তবে তোমাদের কথাও শুনবে।

কারণ ঈসা ঘোষণা করা সমস্ত কিছু সত্য, যখন তাড়না আমাদের পথে আসে তখন আমরা অভিভূত হই না।

তাড়নার প্রতি আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাই তা হল মসিহ-অনুসারীর জন্য হলমার্ক বা সত্যতার চিহ্ন। যখন আমরা আমাদের হৃদয়ে "আমাদের শত্রুদের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের আখেরি কল্যাণের জন্য মোনাজাত করার আকাঙ্ক্ষা" খুঁজে পাই তখন আমরা সেখানে আমাদের প্রশ্নের মিষ্টি উত্তরও খুঁজে পাব: "কেন, প্রভু?"

- মথি ৫:৪৪-৪৫ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, **তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত করো। যারা তোমাদের জুলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত করো,** যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই **তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান।** তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপরে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন।

আপনি কি এখন স্পষ্ট বন্ধন দেখতে পাচ্ছেন? কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তানরাই অতিপ্রাকৃতভাবে ঈসার মতো ভালোবাসতে এবং মোনাজাত করতে পারে, যারা আমাদের শত্রু এবং সক্রিয়ভাবে আমাদের তাড়না করে!

এটি আমাদের মসিহের রুহের দ্বারা পুনর্জন্মের অটুট ভিত্তি দেয়। আমাদের নতুন রুহানি জন্মে তাঁর আত্মা প্রাপ্তির পর আমাদের শত্রুদের ভালবাসা এবং তাদের জন্য মোনাজাত করার তাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সাথে মসিহের প্রকৃতি দেওয়া হয়। এটি আমাদের বেদনা-ভরা, অপ্রতিরোধ্য জীবন-ঝড়ের মধ্যে অতিপ্রাকৃত সাহস এবং আনন্দ দেয়।

অলৌকিক প্রেম আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে:

প্রশ্ন নং ২: "আপনি এখন আমাদের কী করতে চান?"

উত্তর: আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করুন, ভালোবাসুন এবং মোনাজাত করুন।

আমাদের শত্রুদের ভালবাসা এবং তাদের জন্য মোনাজাত করা কেমন দেখায় যখন আমরা এমন একটি জীবন-ঝড়ের মধ্যে যাচ্ছি বা বেরিয়ে আসছি যা আমাদের এবং আমাদের পরিবারগুলিকে হতাশ হতাশা, ভয় এবং কল্পনে ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়?

- মথি ১৮:২১-২২ তখন পিতার এসে ঈসাকে বললেন, "**হজুর, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে মাফ করব? সাত বার কি?**" ঈসা তাঁকে বললেন, "কেবল সাত বার নয়, কিন্তু আমি তোমাকে **সত্তর গুণ সাত বার** পর্যন্ত মাফ করতে বলি।"

মসিহ-অনুসারী হিসাবে আমাদের বেদনা-ভরা অভিজ্ঞতায় আমাদের শত্রুদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা হল সবচেয়ে মধুর অনুস্মারক **যে আমাদের প্রকৃতপক্ষে মসিহের রুহ দেওয়া হয়েছে।**

শুধুমাত্র মসিহে-পূর্ণ রুহানি পুরুষ বা নারী তাদের শত্রুদের ভালবাসার এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি: **ক্ষমা!**

এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনও প্রয়োজন নেই! ক্ষমা ছাড়া আমরা চিরকালের জন্য আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জায়গা বরাদ্দ করা হবে। জাহান্নামের অকল্পনীয় ট্র্যাজেডিকে প্রথমে শয়তান এবং পতিত বিদ্রোহী ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি জায়গা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা এই কঠোর অনুস্মারকটি এত স্পষ্টভাবে মনে রাখি: শয়তান এবং পতিত ফেরেশতাদের কখনই ক্ষমা করা যায় না কারণ পবিত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের জন্য ক্ষমা এবং মুক্তির পরিকল্পনা **কখনই** হবে না!

- পয়দায়েশ ১:২৬ "তারপর আল্লাহ বললেন, "আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি।"

মানবজাতি পতিত ফেরেশতাদের মতোই পাপী, কিন্তু মানবজাতি, আল্লাহর প্রতিমূর্তিতে তৈরি, সৃষ্টির একমাত্র অংশ যাদের কাছে পবিত্র আল্লাহর কাছ থেকে **ক্ষমা পাওয়ার** এবং আখেরি **পরিবারের সদস্য** হিসাবে তাঁর সাথে **মিলিত হওয়ার** অকল্পনীয় ধন রয়েছে।

আমাদের ভাইয়ের মৃত্যুর সাথে জড়িত এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে এই উদ্ঘাটনের অর্থ কী?

যেহেতু আমরা মসিহের রুহের দ্বারা "নতুন জন্ম" হয়েছি, তাই আমরা ক্ষমা, ভালবাসা এবং মোনাজাতের প্রতি সম্মানের সাথে **মসিহের মতো চলাফেরা করার** প্রত্যাশা করি।

আমাদের গুনাহের **ক্ষমা** এবং আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছেদ **বেহেস্তে পবিত্র আল্লাহর একটি বিচারিক কাজ**। তিনি তাঁর নিখুঁত পুত্রের জীবন ও মৃত্যু গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সেই কাজগুলিকে আমাদের গুনাহের অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন। এই বিচার বিভাগীয় সার্বভৌম আইন আমাদের **গুনাহের সমস্ত রেকর্ড মুছে দেয়**, রায়ে আমাদের বিরুদ্ধে **কখনই** ধরা হবে না। আশ্চর্যজনক অনুগ্রহ!

তাহলে কি মূল্য, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ভাইয়ের খুনিদের জন্য আমাদের ক্ষমা প্রসারিত করা হয়? আমরা যখন আমাদের হৃদয়ে **আল্লাহর প্রেমকে** উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করি তখন আমরা বেহেস্তে অতিপ্রাকৃত আনন্দ এবং ধন লাভ করি।

এই অতিপ্রাকৃত আনন্দ **তিক্ততার অশুভ শিকড়কে শিকড় তোলা থেকে বাধা দেয় এবং বাদ দেয়। যখন তিক্ততা মানুষের হৃদয়ে শিকড় গেড়ে বসে**, তখন এটা অনিবার্য যে এটি পবিত্র সার্বভৌম আল্লাহর বিরুদ্ধে তিক্ততায় পরিণত হবে যিনি এই ধরনের ব্যথার অনুমতি দিয়েছেন।

শয়তান অনেক আখেরি রুহকে জিতেছে কারণ তারা তাদের বা তাদের প্রিয়জনকে যারা ক্ষতি করেছে তাদের ক্ষমা করেনি। তিক্ততা ঈসা মসিহের ভালবাসার প্রতি প্রতিক্রিয়াহীন করে হৃদয়কে হত্যা করে।

প্রতিটি ঝড়ের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত সত্য আমাদের রাখে!

- ইবরানী ৬:১৮ আল্লাহর ওয়াদা ও কসম কখনও বদলায় না। আল্লাহ, **যাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব নয়**,

ঈসার কোন প্রতিশ্রুতি আজ আমাদের এত সাক্ষ্য দেয়?

- ইউহোনা ১৪:১-৩ "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ **আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি**। আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর **আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব**, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।

আমাদের ভাইকে এখন ঈসা বেহেস্তে পিতার বাড়িতে নিয়ে গেছেন। তিনি এখন নিখুঁত শান্তি এবং আনন্দের মধ্যে বসবাস করছেন **কারণ তিনি ঈমান এনেছিলেন, অনুসরণ করেছিলেন** এবং এই অন্ধকার, মন্দ জগতে ঈসা মসিহকে একটি আলো হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। এই জগতের বাসিন্দারা, সাধারণভাবে, ঈসাকে ঘৃণা করে।

মসিহ-অনুসারীদের ক্ষতি বা হত্যা করার প্রচেষ্টায় মন্দ কাজকারীরা তাদের পিতা, শয়তানের অনুসারী হিসাবে বসবাস করছে। শয়তান আল্লাহকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের সবাইকে। ঠিক যেমন মন্দ লোকেরা ঈসাকে তাড়না ও হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, তেমনি আজ শয়তানের মন্দ সন্তানরাও একইভাবে করতে চাইবে।

ঈসা আমাদের প্রিয় ভাইকে পিতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সবচেয়ে নিখুঁত সময়ে, এবং নিখুঁত পদ্ধতিতে সমস্ত কিছুর উপর পিতার সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণে!

আমরা এই সত্যের দ্বারা অত্যন্ত সান্ত্বনা পেয়েছি যে এই জীবনের **একমাত্র নিরাপদ এবং চিরস্থায়ী নিরাপদ** জিনিসটি হল যা **আমরা ঈসার হাতে হস্তান্তর করেছি**, যিনি সমস্ত কিছুর এবং সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যথাযথভাবে মালিক।

এই পৃথিবীতে এবং আগামীর অনন্ত জগতে একমাত্র ঈসাই আমাদের একমাত্র নিরাপত্তা! আমরা তাকে যা দেই, প্রথম এবং সর্বগ্রাে আমাদের জীবন সহ, তা নিরাপদ। আমরা আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় যা "পেছনে রাখি" আমরা হারাবো! তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে ঈসার হাত ছাড়া **আর কিছু** ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই।

তফসীর -

সত্য: ক্ষমা হল বেহেস্তি রুহানি রাজ্যে আল্লাহর দ্বারা **একটি রুহানি বিচারিক কাজ**। আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমরা শাস্ত রুহানি মানুষ যা শারীরিক দেহে আবেগের সাপেক্ষে, যার মধ্যে আনন্দ, প্লাস বেদনা, দুঃখ, কষ্ট এবং কান্না রয়েছে। **আমরা আমাদের শারীরিকভাবে নিজের ক্ষমা অনুভব করতে পারি না কারণ আত্মা, সংজ্ঞা অনুসারে, শারীরিক নয়।**

আমরা কি পয়েন্ট করার চেষ্টা করছি? গুনাহের অভিষেপের প্রতি আমাদের শারীরিক + রুহানি প্রকৃতিতে আমাদের মসিহের মতো প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত তা আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যা সমস্ত মানবতার জন্য বেদনা ও যন্ত্রণা নিয়ে এসেছিল।

মসিহকে স্বীকার করার জন্য আমরা কীভাবে আমাদের ভাইয়ের মৃত্যুর এই অত্যন্ত বেদনাদায়ক সংবাদটি বিশেষভাবে প্রক্রিয়া করব?

- ১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৯ সব সময় আনন্দিত থেকে, সব সময় মুনাযাত করো, **আর সব অবস্থার মধ্যে আল্লাহকে শুকরিয়া জানাও; কারণ মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে তোমাদের জন্য তা-ই আল্লাহর ইচ্ছা।** পাক-রুহকে নিভিয়ে ফেলো না।

আমরা কীভাবে এটি করতে পারি যখন আমরা দুঃখে, দুঃখে এমনকি আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে থাকি?

আমরা মনে করি এই "শান্তি যা সমস্ত বোধগম্যতা অতিক্রম করে" থাকার মূল চাবিকাঠি হল ঈসার নিজের মৃত্যুতে ঘোষণার সাথে, **ক্ষমার বিষয়ে** পিতার ইচ্ছার ব্যাখ্যার সাথে।

- লুক ২৩:৩৩-৩৪ যে জায়গাটাকে মাথার খুলি বলা হত সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে ও সেই দু'জন দোষীকে ক্রুশে দিল- একজনকে ঈসার ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁদিকে। তখন ঈসা বললেন, **"পিতা, এদের মাফ কর, কারণ এরা কি করেছে তা জানে না।"**

সত্য: আমরা সকলেই ঈসা মসিহের হত্যার মতো একই পাপ-প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদেরও সেই জনতার সাথে গণনা করা হত যারা চিৎকার করে বলছিল, **"ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।"**

- লুক ২০:২০-২২ পীলাত কিন্তু ঈসাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি লোকদের আবার সেই একই কথা বললেন। কিন্তু লোকেরা এই বলে টেঁচাতেই থাকল, **“ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।”** পীলাত তৃতীয়বার লোকদের বললেন, **“কেন, এই লোকটি কি দোষ করেছে? আমি তো তার কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না যাতে তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া যায়। সেইজন্য তাকে আমি অন্য শাস্তি দেবার পর ছেড়ে দেব।”**

আমরা মসিহে ধার্মিক [ক্ষমা] হওয়ার আগে, আমাদের নিজেদের পাপগুলি আমাদেরকে ঈসার হত্যার সহযোগী হিসেবে দোষী করে তুলেছিল। **“শত্রুদের ভালবাসা”** এর সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তে, *ঈসা স্বেচ্ছায় আমাদের মৃত্যু-দণ্ডকে তাঁর নিজের হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের মৃত্যু-ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছিলেন!*

ঈসা আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ না করলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম? চিরতরে হারানো এবং ক্ষমাহীন অবস্থায়।

কেন এই সত্য গুরুত্বপূর্ণ? ঈসা আমাদেরকে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের একটি খুব স্পষ্ট পরীক্ষা দেয় পরিবারের নবজাতক সদস্য:

অন্যকে ক্ষমা করা যেমন আমাদের ক্ষমা করা হয়েছে, প্রাপ্তির সত্যতা পরীক্ষা মসিহের জীবন পরিবর্তনকারী আত্মা।

এই ভূমিকম্প-আবেগ-কাঁপানো অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কীভাবে "স্তর-রহানি-স্থল" লাভ করব? আমরা কি খুনিদের ক্ষমা করার গভীর আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাই যখন আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করতে এবং তাদের চিরকালের জন্য ভালবাসার জন্য আমাদের আখেরি পরিবারে আনতে চাই?

এটা কি আমরা স্ত্রিফানের মধ্যে পাই না যে সত্য ঘোষণা করার জন্য দুই লোকদের দ্বারা নিহত হয়েছিল এবং তার প্রজন্মের কাছে ঈসা মসিহের সৌন্দর্য?

- প্রেরিত ৭:৫৭-৬০ এতে তাঁরা কানে আংগুল দিলেন এবং খুব জোরে চিৎকার করে একসঙ্গে স্ত্রিফানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে তাঁরা তাঁকে পাথর মারবার জন্য টেনে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন, আর সাক্ষীরা তাদের উপরের কাপড় খুলে শৌল নামে একজন যুবকের পায়ে রাখল। যখন সাক্ষীরা স্ত্রিফানকে পাথর মারছিল তখন তিনি মুনাজাত করে বললেন, **“হয়রত ঈসা, আমার রুহকে গ্রহণ কর।”** পরে তিনি হাঁটু পেতে চেঁচিয়ে বললেন, **“প্রভু, এদের এই গুনাহ্ ধোরো না।”** এই কথা বলে তিনি মারা গেলেন।

যখন আমরা আমাদের নিজেদের নিপীড়কদের জন্য আমাদের নিজেদের হৃদয়ে মসিহের ক্ষমা খুঁজে পাব, তখন আমরা মসিহের সেই একই শান্তিও খুঁজে পাব যা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করবে যে **আমাদের চিরতরে ক্ষমা করা হয়েছে।**

তার্শের শৌল [পৌলের] নিজের সাক্ষ্য মনে রাখি:

- প্রেরিত ২৬:৯-১১ **“আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম, নাসরতের ঈসার বিরুদ্ধে যা করা যায় তার সবই আমার করা উচিত, আর ঠিক তা-ই আমি জেরুশালেমে করছিলাম। প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে আমি ঈসায়ী ঈমানদার অনেককে জেলে দিতাম এবং তাদের হত্যা করবার সময় তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতাম। তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমি প্রায়ই এক মজলিস-খানায় থেকে অন্য মজলিস-খানায় যেতাম এবং ঈসার বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য আমি তাদের উপর জোর খাটাতাম। তাদের উপর আমার এত রাগ ছিল যে, তাদের উপর জুলুম করবার জন্য আমি বিদেশের শহরগুলোতে পর্যন্ত যেতাম।**

আল্লাহ মানুষের দ্বারা বর্তমানে অদৃশ্য তার শাস্ত উদ্দেশ্যে জন্য ভাল জন্য সবকিছু কাজ। আল্লাহ তাঁর অনেক সন্তানকে শৌলের [পৌলের] হাতে কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু **আল্লাহ পৌলের জন্য আরও বৃহত্তর পরিকল্পনা করেছিলেন।** আল্লাহ সেই প্রিয় ভাইবোনদের যন্ত্রণা নষ্ট করেননি যাদের পৌল নির্যাতন করেছিলেন এবং হত্যা করেছিলেন! আল্লাহ তাদের যন্ত্রণাদাতা, নিপীড়ক এবং হত্যাকারীকে ব্যবহার করেছিলেন আল্লাহর অগণিত সংখ্যক সন্তানকে নিজের কাছে আনতে।

আল্লাহ পৌলের সমস্ত গুনাহ এবং ভুল গ্রহণ করেছিলেন, তাকে মসিহের রুহের "নতুন জন্ম" দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাকে পাঠালেন ঈসা মসিহের সত্য ও সৌন্দর্য সমস্ত পরিচিত বিশ্বের কাছে ঘোষণা করার জন্য।

ফলাফল: অকথিত লক্ষ লক্ষ আখেরি রুহ এখন বেহেস্তে রয়েছে কারণ আল্লাহ সর্বত্র এবং সর্বদা ঈসাকে স্বীকার করার জন্য পৌলের জীবন, মৃত্যু এবং প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করেছিলেন।

আমরা আমাদের শান্ত, তবুও আনন্দদায়ক একসঙ্গে সফর থেকে কী শিখতে পারি?

আমাদের ভাই যিনি এখন বেহেস্তে আছেন বা আমাদের নিজেদের জন্য গল্পটি এখানেই শেষ নয়।

আমাদের বন্ধুর জীবন ও মৃত্যুর কারণে আমাদের হৃদয় "মসিহের জন্য আমাদের নিজস্ব ভালবাসায় প্রসারিত" হবে। আমরা মসিহের মত আচরণ করব, কারণ আমরা খুনের ক্ষমা এবং খুনির নাজাতের জন্য মোনাজাত করি।

এছাড়াও, আসুন আমরা একসাথে মোনাজাতে যোগদান করি যে আমাদের ভাইয়ের সাহসী স্বীকারোক্তি এবং বেদনাদায়ক মৃত্যুর কারণে, **বাংলাদেশ এবং এর বাইরেও চিরকালের ভাই এবং বোনদের একটি বড় ফসল আনতে** এবং তাদের বেহেস্তে দেখতে আল্লাহর ঐশী ইচ্ছায় হবে।

আমাদের ক্ষতি আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শোকের কারণ হয়েছে। এমনকি আমাদের দুঃখের মধ্যেও, আমরা দেখতে পাই যে পবিত্র আত্মা আমাদের মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে উদ্ধার করার জন্য মসিহের ইচ্ছুকতার জন্য কৃতজ্ঞতার সাথে আমাদের চোখের জলকে একত্রিত করেছেন, কারণ ঈসা তাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রদান করেছেন **যারা বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে এবং তাকে অনুসরণ করবে।**

আমরা আল্লাহর নিখুঁত ইচ্ছা, প্রেম এবং মহিমা বুঝতে পেরে আমাদের উদ্দেশ্য কী, যা আবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত জগতের কাছে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল?

আমরা বারবার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প ঘোষণা করার লক্ষ্য রাখি! নির্দোষ ব্যক্তি [ঈসা] দোষীদের [আপনার + আমার] জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে আমরা দোষী ব্যক্তিদের ক্ষমা করতে পারি এবং আমরা মারা গেলে বেহেস্তে নিখুঁত আনন্দে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারি।

- **মথি ৬:১৪ [ঈসা বলেন,] তোমরা যদি অন্যদের দোষ মাফ কর তবে তোমাদের বেহেশতী পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন।**

মসিহের রুহের আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, আমরা যেন অন্যদের জন্য ক্ষমা এবং মোনাজাতে বিশ্বস্ত হতে পারি যেমন আমাদেরও ক্ষমা করা হয়েছে।

- **ফিলিপীয় ৪:৬-৭** কোন বিষয় নিয়ে উতলা হোয়ো না, বরং তোমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় শুকরিয়ার সংগে **মুনাজাতের দ্বারা আল্লাহকে জানাও।** তার ফলে, আল্লাহর দেওয়া যে **শান্তির কথা মানুষ চিন্তা করেও বুঝতে পারে না,** মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে সেই শান্তি তোমাদের দিল ও মনকে রক্ষা করবে।

সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা,
মসিহে -
জন + ফিলিস